অপরাধী সংশোধন ও পুনবার্সন সমিতি

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

পটভুমি

অপরাধ একটিসামাজিক ব্যাধি এটা সমাজ ও আইনের চোখে অন্যায়। তাই উন্নত দেশসমুহে অপরাধিদের বিচার করে তাদের শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি প্রবেশনের মাধ্যমে সংশোধনের বিধান রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হযে অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়্। শাস্তি নয় সংশোধনই এ কাযর্ক্রমের মূল লক্ষ্য। তাই আধুনিক চিন্তাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানগিণ অপরাদীদের শাস্তির পরিবর্তে গঠনমূলক সংমোধনির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ্ও ধ্রান ধারনার উপর ভিত্তি করেই প্রবেশন কার্যক্রমের উৎপত্তি হয়েছে। যারা প্রথমবারের অপরাধ করে এবং যাদের লঘুদন্ডে দন্ডিত হয়, সে সকল অপরাধির শাস্তি স্থগিত রেখে প্রবেশন কর্মকর্তার আওতায় এনে চরিত্র শংসোধনের মাধ্রমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হযে থাকে। এছাড়া বিচারাধীন আসামী যারা আইনি সহায়তা গ্রহনে অক্ষম তাদের আইনি সহায়তা প্রদান, নরাপদ হেফাজতিদের নিরাপত্তাসহ সকল প্রকার সহায়তা প্রদান, সাজা প্রাপ্ত জেল কয়েদিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে সমাজে পুনবার্সনের ব্যবস্থা করাই এ সমিতির মূল লক্ষ্য।

সরকারী উধ্যোগের সাথে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় প্রবেশন কার্যক্রমকে ভিত্তি করে ১৯৬২ সালে অপরাদী সংশোধন ও পুনর্বাশন সমিতি” প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেযা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত একটি অভিন্ন গঠনন্ত্র না থাকায় বিভিন্ন জেলায সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। বিষয়টি বিবেচনায় এনে একটি অভিন্ন গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করা হয়েছে। যা নিন্মরুপ

* সমিতির নামঃ
* ঠিকানাঃ
* সমিতির কার্য এলাকাঃ
* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীঃ

ক) সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারন সমুহ নির্ণয় পুর্বক অপরাধীদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

খ) অপরাধীদের সংশোধনের জন্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।

গ) অপরাধীদের পিতা/মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিদের মন হতে তাদের প্রতি বিরুপ মনোভাব দুর করে সহানুভুতিশীল হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহন।

ঘ) সভা, আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে অপরাধের কারন নির্ণয় ও অপরাধের প্রতি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা গ্রহন

ঙ) সংশোধনের পর অপরাধীকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

চ) অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষন কাজে নিয়োজিত করে আত্ম-র্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপযোগি করে গড়ে তোলা।

ছ) আর্থিক অসচ্ছলতার দারুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সর্থনের সুযোগ হতে বঞ্চিত তাদের আইন গত সহায়তা প্রদান করা।

জ) প্রবেশনে মুক্তি প্রাপ্ত অপরাধীকে পুনর্বাসন সমিতি হতে এককালীন অনুদান বা সুদ মুক্ত ঋন দিয়ে তার আর্থ সামাজিক উন্নয়নরে সহায়তা করা।

ঝ) কারাগারে অবস্থানরত অপরাধীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও পরিবারের সাথে অপরাধীর সু-সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা দান যাতে মুক্তির পর কার পরিবারে ফিরে যাবার গ্রহনযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

ঞ) কারাগারে অবস্থানরত অপরাধীদের জন্য কারা র্তৃপক্ষের সহায়তায় সাধারন শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা সমুহ যুপোযোগি বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষন, কর্মসুচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা

ট) অপরাধীদের কল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ এবং কাজের সমন্বয় সাধান।

ঠ) সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশনপ্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার এবং অপরাধের পরিনতি সম্পর্কে অপরাধী সহ সকলকে সচেতন করা।

সদস্য

 **\* সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ**

৬.১ কার্যএলাকায় বসবাসকারী কমপক্ষে ১৮ বছরেরে উর্দ্ধে বয়স্ক যে কোন পুরুষ/মহিলা যিনি অপরাদীর কল্যাণ সাধনে আগ্রহী এবং সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিশ্বাসী তিনি অত্র সমিতির সদস্য পদ লাভের আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পত্র কার্যনির্বাহি পরিষদের সভায় অনুমোদিত হলে নির্ধারিত ভর্তি ফি ও চাঁদা প্রদান করে সদস্য পদ লাভ করা যাবে।

 \* সদস্যদের শ্রেণী বিভাগঃ

 এ সমিতিতে দুই প্রকার সদস্য থাকবে

 ক) সাধারণ সদস্য

 খ) আজীবন সদস্য

**সদস্যদের ভর্তি ফি ও সদস্য চাাঁদা**

**সাধারণ সদ্যঃ**

সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা এবং বার্ষিক চাঁদার পরিমান ১২০/-(একশত বিশ) টাকা। সময়ের সাথে সংগতি রেখে র্যর্বাহী পরিষদ প্রয়েজনবোধে সাধারন সদস্য ও আজীবন সদ্য চাঁদার পরিমান পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে। সাধারন সদস্যগন কার্যনির্বাহি পরিষদের নির্ধারিতপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতায় বোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

**আজীবন সদস্যঃ**

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী হয়ে যে কোন ব্যক্তি এককালিন ৩০০০/-(তিনহাজার) টাকা চাঁদা দিয়ে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। সাধারণ সদস্যদের ন্যায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

**সদস্য পদ বাতিলঃ**

 ক) কোন সদস্যর এক বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে।

 খ) কোন সদস্যর মৃত্যু হলে।

 গ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।

 ঘ) কোন সদস্য পাগল/দেউলিয়া হলে বা আদালত কতৃক দন্ড প্রাপ্ত হলে।

 ঙ) কোন সদস্য সমিতির স্বার্থ বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে জড়িত হলে এবং তা তদন্তে প্রমানিত হলে।

 চ) কোন সদস্য এ সংস্থায় চাকুরী হলে

**বাতিলকৃত সদস্য পদ পুনঃ লাভঃ**

ক্রমিক নং ৬.৫ এর (ক), (ঘ) এবং (ঙ) ব্যতিত অণ্যান্য যে কোন কারনে সদস্য পদ বাতিল হলে, সে সমস্ত কারন ব্যাখ্যা করে সভাপতি অথবা সাধারন সম্পাদকের নিকট সদস্য পদ পুনঃ লাভের আবেদন করতে হবে।আবেদন পত্র পরবর্তি কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং তা অনুমোদিত হলে পুনঃভর্তি ফি বাবদ ১০০/-(একশত) টাকা এবং বকেয়া সহ চাঁদা পরিশোধ করে বাতিল কৃত সদস্য পদ পুনঃ লাভ করা যাবে।

**সাংগঠনিক কাঠামোঃ**

সংস্থার ২(দুই) টি পরিষদ থাকবে। যথাঃ

 ক) সাধারণ পরিষদ

 খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

সাধারন পরিষদঃ সাধারন সদস্য ও আজীবন সদস্য সমন্বয় িএ পরিশদ গঠিত হবে। এ পরিষদ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।এ পরিষদের ক্ষমতা নিন্ম রুপঃ

 ক) প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

 খ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট অনুমোদন করা।

 গ) দুই-তৃতীয়াংশ সাধারন সদস্যর ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।

 ঘ) সংস্থার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহন।

 ঙ) যে কোন সংকট মুহুর্তে এ পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

৭.২ সমিতির র্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাধারন পরিষদ র্তৃক প্রতি ২(দুই) বছরের জন্য ৭ হতে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে (একটি ১৫ সদস্র বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নমুনা কাঠামো প্রদত্ত হল। যেখানে এই সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে সেক্ষেত্রে নির্বাহী সদস্যের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করে কমিটি গঠন করতে হবে)।

৭.৩ কার্যনির্বাহী কমিটিঃ

১) সভাপতিঃ ১(এক) জন

২) সহ-সভাপতিঃ ৩ (তিন) জন

 ক) পিপিঃ ( সংশ্লিষ্ট জেলা)

 খ) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা।

 গ) তত্ত্বাবধায়ক, কেন্দ্রীয়/ জেলা কারাগার (পদাধিকার বলে)

৩) সম্পাদকঃ ১(এক) জন, (পদাধিকার বলে প্রবেশন অফিসার)

৪) সহ-সম্পাদকঃ ১ (এক) জন (নির্বাচিত)

৫) আইন সহায়তা সম্পাদকঃ ১(এক) জন (আইনজীবী সমিতির পদাধিকার বলে)।

৬) কোষাধ্যক্ষঃ ১ (এক) জন (নির্বাচিত)

৭) নির্বাহী সদস্যঃ ৭ (সাত) জন (নির্বাচিত)

 মোটঃ ১৫ (পনের) জন

৭.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কতর্ব্যঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ যাবতীয় কার্যাবলির জন্য সাধারন পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির নতুন সদস্য র্তির ব্যবস্থা করবে এবং সদস্য পদ বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির বার্ষিক বাজেট প্রনয়ণ করে যথাসময় সাধারন পরিষদ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করবে।

ঙ) অনুমোদিত বাজেটের আওতায় এ পরিষদ নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহন করবে।

চ) নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

ছ) সকল প্রকার সভা আহবানের ব্যবস্থা করবে।

জ) সমিতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৭.৫ কার্য্করি পরিষদের মেয়াদঃ কার্য্ করি পরিষদের মেয়াদ ২(দুই) বৎসর।

৭.৬ বর্ষঃ ১জুলাই হতে ৩০জুন পর্য্ন্ত সময়কে বছর হিসাবে গণনা করা হবে।

৮. সাব-কমিটি গঠনঃ

 কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির সুষ্ঠ কার্য্ ক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে।

**৯. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ**

**৯.১ সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ**

ক) সভাপতি সমিতির সাংবিধানিক প্রধান। সভাপতি সমিতির সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের উভয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

খ) তিনি সম্পাদকের উভয় মাধ্যমে উভয় পরিষদের সভা আহবান ও মূলতবী করতে পারবেন।

গ) তিনি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে রুলিং দিতে পারবেন।

ঘ) তিনি সমিতির উন্নতি ও সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং এ বিষয়ে সম্পাদককে প্রয়োজনী পরামর্শ্ দিবেন।

ঙ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা দিলে ভোটের মাধ্যমে মীমাংসা করবে হবে।

চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অথবা সাধারন পরিষদ কর্তৃ্ক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

**৯.২ সহ-সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্যর্ত্ঃ**

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (জ্যেষ্টতম) তার সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) অন্যান্য সময় তিনি সভাপতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

**৯.৩ সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

ক) জেলায় নিয়োজিত প্রবেশন অফিসার পদাধিকার বলে সম্পাদক হবেন।

খ) তিনি সভাপতির সংগে পরামর্শ্ ক্রমে উভয় পরিষদের ষভা আহবান করবেন।

গ) তিনি উভয় পরিষদের অনুষ্টিত সভাসমূহের কার্যনির্বাহী লিখবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সম্পাদক/সদস্যদের সহযোগিতায় উবয় পরিষদের সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

চ) সমিতির সকল রেকর্ড্ পত্রাদি সংরক্ষন করবেন।

ছ) তিনি বিভিন্ন কর্তৃ্ পক্ষের সহিদ পত্র যোগাযোগ করবেন।

জ) সমিতির সকল কার্য্ক্রম বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে তিনি নিবিড় তত্ত্বাবধান করবেন।

ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি সমিতির পক্ষে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ও দৈনন্দিন আয় ব্যায়ের হিসাবসহ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

ঞ্) বার্ষিক কার্য্ ক্রমের প্রতিবেদন তৈরী করে সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুমোদনের জন্য সাধারন পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

ট) কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমে তিনি বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন তৈরী করে সাধারন পরিষদ সভায় পেশ করবেন।

৯.৪ আইন বিষয়ক সম্পাদকঃ

ক) তিনি বিচারাধীন আসামীদের আইনী সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃ্ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

**৯.৫ কোষাধাক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

ক) তিনি সমিতির আয় ও ব্যয় এর হিসাব রক্ষনাবেক্ষন করবেন ।

খ) সংগঠনের জন্য চাঁদা আদায় করবেন এবং হিসাব সংরক্ষন করবেন ।

গ) আয় , ব্যয় ও বাৎসরিক হিসাব বিবরণী এবং বাজেট প্রস্তুত করবেন এবং সম্পাদকের অনুতিক্রমে তা সাধারন পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ পেশ করবেন ।

ঘ) অডিট কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন ।

**৯.৬ কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্তগুলি সঠিতভাবে বাস্তবায়নে পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করবেন।

খ) সামিতি তথা প্রবেশন কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রচারণা , পোষ্টাারিং ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহন করবেন ।

গ) কোন ক্ষেত্রে সাব-কমিটি গঠিত হলে তারা অগ্রাধিকার পাবেন ।

ঘ) কার্যনিবাহী পরিষদ কতৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন ।

**১০. সভা আহব্বানঃ**

প্রতি ৩ (তিন) মাস পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং বৎসরান্তে সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে সভাপতির

সম্মতিক্রমে সম্পাদক যে কোন সময় যে কোন সভা আহব্বান করতে পারবেন। জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহব্বান করা যাবে ।

**১১. সভার কোরামঃ**

২/৩(দুই তৃতীয়াংশ)সদস্যদের উপস্হিতিতে উভয় সভার আহব্বান করা যাবে ।

**১২. মুলতবী সভাঃ**

কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতবী হলে একই আলোচ্যসূচীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সভা আহব্বান করতে হবে। এই সভার যতযন উপস্থিত হবে তাতেই সভা বৈধ হবে । এক্ষেত্রে কোরামের কোন প্রয়োজন নেই।

**১৩. নির্বাচনঃ**

ক) কার্যনিবাহী পরিষদের পদাধিকার পদসমূহ বাদে অন্যান্য পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

খ) নির্বাচন সাধারন সভায় হস্ত উত্তোলন পদ্ধতিতে কিবাং মনোনয়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ।

গ) যদি কোন পদে একাধিক প্রতিদ্বন্দী থাকে সেক্ষেত্রে গোপন ব্যলটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

ঘ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যনিবাহী পরিষদের যে সব সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করবেন না তাদের মধ্যে থেকে এক জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অপর দুই জন সদস্য সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে ।

ঙ)প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর কার্যনিবাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ।

চ) নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন , সেভাবে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

ছ) নির্বাচনের ফলাফলের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে ।

**১৪. সমিতির আযের উৎসঃ**

সরকারী অনুদান , স্থানীয় দানশীল ব্যক্তি বা সংস্থা কতৃক দান , সদস্য চাঁদা ইত্যাদি দ্বারা সমিতির তহবিল গঠিত হবে। স্থানীয়ভাবে তহবিল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করতে পারবে।

**১৫. সমিতির অর্থ ব্যয়ঃ**

ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষন কাজে যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্তে ।

খ) অসচ্ছল জেল ফেরত কয়েদীদের ঋণ ও অনুদান প্রদান ।

গ) কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত প্রকল্পের ব্যয়।

ঘ) কর্মচারীরদের বেতন ভাতা ।

ঙ) ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রচার ইত্যাদি বাবদ ব্যয় ।

চ) আন্যান্য ব্যয়

**১৬. হিসাব রক্ষনাবেক্ষনঃ**

ক) সমিতির সকল অর্থই সিডিউল ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা থাকবে।

খ) সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাবে পরিচালনা করতে হবে এবং ব্যাংক হিসাব হতে যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উত্তোলন করা যাবে ।

**১৭. হিসাব নিরীক্ষাঃ**

সমিতির সকল আয় ব্যয়ের বাৎসরান্তে সম্পাদক নিবন্ধীকরণ কতৃপক্ষ কতৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা দ্বারা অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের বাৎসারিক হিসাব বিবরণী সাধারন পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন । এছাড়া যে কোন অনুমোদিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করা যাবে ।

**১৮.গঠনতন্ত্রের সংশোধনঃ**

সাধারন পরিষদের ২/৩(দুই তৃতীয়াংশ)সদস্যদের অনুমতিক্রমে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন করা যাবে এবং নিবন্ধনকরণ কতৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্য়কর হবে।

 **১৯.সমিতির বিলুপ্তঃ**

সাধারন পরিষদ সভায় মোট সদস্যের ৩/৫ (তিন-পঞ্চমাংশ) সদস্যের ভোটে সমিতির বিলুপ্ত ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে রেজিষ্ট্রেশন কতৃপক্ষের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। সমিতি ভেঙ্গে যাওয়ার পর দায় -দেনা পরিশোধের পর ও যদি কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে নিবন্ধীকরণ কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অনুরুপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পন্ন অন্য কোন নিবন্ধীকৃত সমিতিকে উক্ত উদ্বৃত্ত বিষয় সম্পত্তি প্রদান করা যাবে। বিলুপ্তির বিষয়ে রেজিষ্ট্রেশন কতৃপক্ষের সুপারিশক্রমে সরকারী ‍সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

নাম ও স্বাক্ষর নাম ও স্বাক্ষর

 সম্পাদক সভাপতি

অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি